৩৭৯
(স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত)

মরী
১১ অক্টোবর, ১৮৯৭

অভিন্নহৃদয়েষু,

কাশ্মীর হতে আজ দশ দিন পর্যন্ত সমস্ত কাজ যেন একটা ঝোঁকে করেছি বলে মনে হচ্ছে। সেটা শরীরের রোগ হোক বা মনেরই হোক। এক্ষণে আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি আর কাজের যোগ্য নই। ... তোমাদের উপর অত্যন্ত কটু ব্যবহার করেছি, বুঝতে পারছি। তবে তুমি আমার সব সহ্য করবে আমি জানি; ও মঠে আর কেউ নেই যে সব সইবে। তোমার উপর অধিক কটু ব্যবহার করেছি; যা হবার তা হয়েছে -- কর্ম! আমি অনুতাপ কি করব, ওতে বিশ্বাস নাই -- কর্ম! মায়ের কাজ আমার দ্বারা যতটুকু হবার ছিল ততটুকু করিয়ে শেষ শরীর-মন চুর করে ছেড়ে দিলেন 'মা'। মায়ের ইচ্ছা!

এক্ষণে আমি এ সমস্ত কাজ সতে অবসর নিলাম। দু-এক দিনের মধ্যে আমি সব ... ছেড়ে দিয়ে একলা একলা চলে যাব, কোথাও চুপ করে বাকি জীবন কাটাব। তোমরা মাপ করতে হয় করো, যা ইচ্ছা হয় করো। মিসেস বুল বেশি টাকা দিয়েছেন। শরতের উপর তাঁর একান্ত বিশ্বাস। শরতের পরামর্শ নিয়ে সকল মঠের কাজ করো, যা হয় করো। তবে আমি চিরকাল বীরের মতো চলে এসেছি -- আমার কাজ বিদ্যুতের মতো শীঘ্র, আর বজ্রের মতো অটল চাই। আমি ঐ রকমই মরব। সেইজন্য আমার কাজটি করে দিও -- হারা-জিতের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক নাই। আমি লড়ায়ে কখনও পেছপাও হইনি; এখন কি ... হবে? হার-জিত সকল কাজেই আছে; তবে আমার বিশ্বাস যে, কাপুরুষ মরে নিশ্চিত কৃমিকীট হয়ে জন্মায়। যুগ যুগ তপস্যা করলেও কাপুরুষের উদ্ধার নেই -- আমায় কি শেষে কৃমি হয়ে জন্মাতে হবে? ... আমার চোখে এ সংসার খেলামাত্র -- চিরকালই তাই থাকবে। এর মান-অপমান দু-টাকা লাভ-লোকসান নিয়ে কি ছমাস ভাবতে হবে? ... আমি কাজের মানুষ! খালি পরামর্শ হচ্ছে -- ইনি পরামর্শ দিচ্ছেন, উনি ভয় দেখাচ্ছেন, তো উনি ডর! আমার চোখে এ জীবনটা এমন কিছু মিষ্টি নয় যে, অত ভয়-ডর করে হুঁশিয়ার হয়ে বাঁচতে হবে। টাকা, জীবন, বন্ধু-বান্ধব, মানুষের ভালবাসা, আমি -- সব অত সিদ্ধি নিশ্চিত করে যে কাজ করতে চায়, অত ভয় যদি করতে হয় তো গুরুদেব যা বলতেন যে, 'কাক বড় স্যায়না --' তার তাই হয়। আর যা-ই হোক, এ-সব টাকা কড়ি, মঠ-মড়ি, প্রচার-ফ্রচার কি জন্য? সমস্ত জীবনের এক উদ্দেশ্য -- শিক্ষা। তা ছাড়া ধন-বাড়ি স্ত্রী-পুরুষ প্রয়োজন কি?

এজন্য টাকা গেল, কি হার হল -- আমি অত বুঝতে পারি না বা পারব না। লড়াই করলুম কোমর বেঁধে -- এ আমি খুব বুঝি; আর যে বলে, 'কুছ পরোয়া নেই, ওয়া বাহাদুর, আমি সঙ্গেই আছি' ... তাকে বুঝি, সে বীরকে বুঝি, সে দেবতাকে বুঝি। তেমন নরদেবের পায়ে আমার কোটি কোটি নমস্কার; তারাই জগৎপাবন, তারাই সংসারের উদ্ধারকর্তা! আর যেগুলো খালি 'বাপ রে এগিও না, ওই ভয়, ওই ভয়' -- ডিস্‌পেপ্‌টিকগুলো -- প্রায়ই ভয়তরাসে। তবে আমার মায়ের কৃপায় মনে এত জোর যে, ঘোর ডিস্‌পেপ্‌সিয়া কখনও আমায় কাপুরুষ করতে পারবেনা। কাপুরুষদের আর কি বলব, কিছুই বলবার নাই। কিন্তু যত বীর এ জগতে বড় কাজ করতে নিষ্ফল হয়েছেন, যাঁরা কখনও কখনও কাজ থেকে হঠেননি, যে সকল বীর ভয় আর অহঙ্কারবশে হুকুম অগ্রাহ্য করেননি, তাঁরা যেন আমায় চরণে স্থান দেন। আমি শাক্ত মায়ের ছেলে। মিন্‌মিনে ভিন্‌ভিনে, ছেঁড়া ন্যাতা, তমোগুণ আর নরককুন্ড আমার চক্ষে দু-ই এক। মা জগদম্বে, হে গুরুদেব! তুমি চিরকাল বলতে, 'এ বীর!' -- আমায় যেন কাপুরুষ হয়ে মরতে না হয়। এই আমার প্রার্থনা, হে ভাই! ... 'উৎপৎস্যতেঽস্তি মম কোঽপি সমানধর্মা' -- এই

ঠাকুরের দাসানুদাসের মধ্যে কেউ না কেউ উঠবে আমার মতো, যে আমায় বুঝবে।

'জাগো বীর ঘুচায় স্বপন; শিয়রে শমন, ... তাহা না ডরাক তোমা' -- যা কখনও করিনি, রণে পৃষ্ঠ দিইনি, আজ কি ... তাই হবে? ... হারবার ভয়ে লড়াই থেকে হঠে আসব? হার তো অঙ্গের আভরণ; কিন্তু না লড়েই হারব?

তারা! মা! ... একটা তাল ধরবার মানুষ নেই; আবার মনে মনে খুব অহঙ্কার, 'আমরা সব বুঝি'। ... আমি এখন চললাম, সব ... তোমাদের রইল। মা আবার মানুষ দেন -- যাদের ছাতিতে সাহস, হাতে বল, চোখে আগুন জ্বলে, যারা জগদম্বার ছেলে -- এমন একজনও যদি দেন, তবে কাজ করব, তবে আবার আসব; নইলে জানলুম মায়ের ইচ্ছা এই পর্যন্ত। আমার এখন 'ঘড়িকে ঘোড়া ছোটে', আমি চাই তড়িঘড়ি কাজ, নির্ভীক হৃদয়।

সারদা বেচারীকে অনেক গাল দিয়েছি। কি করব? ... আমি গাল দিই; কিন্তু আমারও বলবার ঢের আছে। ... আমি হাঁপাতে হাঁপাতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর article (প্রবন্ধ) লিখেছি। সব ... ভাল নইলে বৈরাগ্য হবে কেন? ... শেষটা কি আর মা আমায় জড়িয়ে মারবেন? সকলকার কাছে আমার অনেক অপরাধ -- যা হয় করো।

আমি তোমাদের সকলকে প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি -- মা যেন মহাশক্তিরূপে তোমাদের মধ্যে আসেন, 'অভয়প্রতিষ্ঠং' অভয় যেন তোমাদের করেন। আমি জীবনে এই দেখলাম, যে সদা আত্ম-সাবধান করে, সে পদে পদে বিপদে পড়ে। যে মানের ভয়ে মরে, সে অপমানই পায়। যে সদা লোকসানের ভয় করে, সে সর্বদা খোয়ায়। ... তোমাদের সব কল্যাণ হোক! অলমিতি।

বিবেকানন্দ